চতুর্দশ অধ্যায়

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ
(১৮৮৮-১৯৭৫)

এক ঝলকে ঃ

সংক্ষিপ্ত জীবনী; রাধাকৃষ্ণাণ লিখিত পুস্তকাবলী; রাধাকৃষ্ণাণের জীবনদর্শন; রাধাকৃষ্ণাণের দর্শন চিন্তায় ধর্মের স্থান; শিক্ষার অর্থ; শিক্ষার লক্ষ্য; রাধাকৃষ্ণাণের মতে শিক্ষক; রাধাকৃষ্ণাণের মতানুযায়ী শৃঙ্খলা; রাধাকৃষ্ণাণের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত ধারণা; রাধাকৃষ্ণাণ ও নারীশিক্ষা; মন্তব্য।

* ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ (১৮৮৮-১৯৭৫) ঃ

ভারতের শিক্ষার ইতিহাস যে কয়েকজন দার্শনিক, শিক্ষাবিদ তাঁদের কৃতিত্ব ও অবদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ। দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্ হিসাবে তিনি আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত। কিন্তু একজন শিক্ষাবিদ্ হিসাবেও তিনি সকল ভারতবাসীর কাছে সমান প্রাসঙ্গিক। ৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিন সারা ভারতে 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আমরা তাঁকে প্রতিবছর নতুন করে স্মরণ করে থাকি।

* সংক্ষিপ্ত জীবনী (Brief Life History) ঃ

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে রাধাকৃষ্ণণের জন্ম। খ্রিস্টান স্কুল থেকে প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষ করার পর ১৯১০ সালে তিনি দর্শনে এম. এ. পাশ করেন। দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্ম (comparative religion) বিষয়ে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। পরবর্তীকালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েরও উপাচার্য হন। এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (U.G.C)'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮-৪৯) গঠিত হয়, যা শিক্ষার ইতিহাসে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন নামে পরিচিত।

তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (U.S.S.R) এ ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হন এরপর ১৯৬২ সালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি এদেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধি পান। শিক্ষাবিদ্ প্রশাসক, অধ্যাপক, দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, রাষ্টপতি, সবক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমানভাবে পারদর্শী। ভারতের এই মহান সন্তানের প্রয়াণ ঘটে ১৯৭৫ সালে।

*** লিখিত পুস্তকাবলী (Books, Written by Radhakrishnan) ঃ**

Indian Philosophy, The Hindu View of Life, Future of Civilization, The Religion We Need, The Recovery of Faith, Brahma-Sutra, My Search for Truth, Religion and Society, Freedom and Culture, The Concept of Man. The Philosophy of Rabindranath Tagore, An Idealist view of life, East and West in Religion, Gautama the Buddha, Eastern Religion and Western Thought, Education, Politics and War, Bhagvadgita, Fellowship of the Spirit, On Nehru, The Principal Upanishads.

*** জীবনদর্শন (Philosaphy of Life) ঃ**

রাধাকৃষ্ণাণের চিন্তাধারার মধ্যেদর্শন ও শিক্ষাকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যায়। তাঁর চিন্তাধারা অনুযায়ী দর্শন, অস্তিত্ববাদের সত্যতা থেকে মুক্ত নয়। দর্শনের কাজ হল মানুষের জীবন ও সক্রিয়তাকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করা, দর্শন জীবনের অর্থ খোঁজার অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করে। তিনি ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। জীবন উদ্দেশ্যমুখী অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য, আদর্শ, মূল্যবোধ সবকিছুই গতিশীল সত্ত্বা হিসাবে মানবজীবনকে প্রভাবিত করে। রাধাকৃষ্ণাণের মতে মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি হল ঈশ্বর অনুভূতি, সত্যের অনুসন্ধান, সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা করা, তার সকল আশা, আদর্শ, আকাঙক্ষাপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন স্বর্গীয় প্রকৃতি বিদ্যমান তেমনি মানুষ জটিল ও বহুমুখী সত্ত্বার অধিকারী। আবার মানুষের মধ্যে মন, জীবন ও দেবের অস্তিত্ব বর্তমান, মানুষের মধ্যে সবকিছু স্বর্গীয় সত্ত্বারই বহিঃপ্রকাশ। সে নিজের স্বার্থপর অহংসত্ত্বাকে ত্যাগ করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মানুভূতি লাভ করে বলে রাধাকৃষ্ণাণ মনে করতেন।

*** রাধাকৃষ্ণাণের দর্শন চিন্তায় ধর্মের স্থান (Place of Religion in th Philosophical thoughts of Radhakrishnan) ঃ**

রাধাকৃষ্ণাণের দার্শনিক ও শিক্ষা চিন্তায় ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিক করে আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের পুনর্গঠনে সাহায্য করে ধর্ম। ধ সার্বিকভাবে নতুন অনুভূতি সঞ্চার করে ধর্মের নামে অনেক সময় বেশ কি ভ্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। শিক্ষা মানুষকে সাহায্য করে ধর্মের ভন্ডামি কে ত্যা করে প্রকৃত সত্য বেছে নিতে।

*** শিক্ষার অর্থ (Meaning of Education) ঃ**

রাধাকৃষ্ণাণ শিক্ষাকে তাঁর মত করে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, "No education can be regarded as complete if it neglects the heart and the spirit" আবার অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন "Education helps to train people for freedom and democracy" অর্থাৎ শিক্ষা মানুষকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতে সাহায্য করে। তাছাড়া শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধের বিকাশে নানাভাবে সাহায্য করে। অনুরূপে শিক্ষা ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেছেন, "The cause of democracy is the cause of the human individual of the free spirit of man with its spontaneous inspiration and endeavour" শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ হবে আমাদের দেশের চিন্তা ভাবনা, উৎসাহ, উদ্দীপনার যথার্থ সংরক্ষণে সাহায্য করা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "To preserve thought spirit and inspiration of this ancient land and let them inform our customs and institutions are the task assigned this generation of scholars।"

*** শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)**

রাধাকৃষ্ণাণের মতে শিক্ষার যে সব লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হ'ল—

(i) শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল বুদ্ধির বিকাশ ও হৃদয়ের প্রকাশের মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করা।

(ii) শিশুর মানবিক গুণাবলির বিকাশসাধন করাও শিক্ষার লক্ষ্য।

(iii) শিশুর মধ্যে কৌতূহল প্রবণতা ও অনুসন্ধানমূলক মনোভাব জাগ্রত করতে সাহায্য করা।

(iv) শিক্ষার্থীকে আত্মসংযমী হতে সাহায্য করা।

(v) শিক্ষার লক্ষ্য হল সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

*** রাধাকৃষ্ণাণের মতে শিক্ষক (Teacher according to Radhakrishnan):**

রাধাকৃষ্ণাণ শিক্ষককে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, যেমন—

(i) শিক্ষক হবেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ। শিক্ষকের কথাবার্তা, চালচলন, আচার-আচরণ শিক্ষার্থীরা সব সময় প্রত্যক্ষণ করছে এবং অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। এইজন্য তিনি বলেছেন, "It is education, it is instruction, it is knowledge and it is also the example which the teachers give'।

(ii) শিক্ষক হবেন নতুন উদ্দীপনার আধার। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার তখনই ভাল ভাবে সম্ভব হবে যখন শিক্ষক নিজে এইসব উদ্দীপনা উত্তেজনার ভাণ্ডার হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারবেন এই প্রসঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত হল, "Our teachers are the reservoirs of this new spirit, the new spirit of adventure in intellectual matters, in social matters, in political matters"।

(iii) রাধাকৃষ্ণাণের মতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সকল প্রকার আধ্যাত্মিকতার অন্ধবিশ্বাস থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবেন। তাঁরমতে, "*Andhakar* is not merely intellectual ignorance but spiritual blindness. He who is able to remove that kind of spiritual blindness is called a guru।"

*** রাধাকৃষ্ণাণের মতানুযায়ী শৃঙ্খলা (Discipline according to Radhakrishnan) :**

তাঁর মতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, আত্মনিয়ন্ত্রণ (self control) এবং ভারসাম্য বজায় রাখা অনুভূতির (sense of balance) মাধ্যমে আসবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে পারে তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর (cocurricular activities) ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর জন্য শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনাসভা, বিতর্কসভা, ইত্যাদি সংগঠিত করার উদ্যোগ নিতে হবে, কারণ এই ধরনের অনুষ্ঠান সংগঠিত করতে গিয়ে তারা আত্মশৃঙ্খলার (self discipline) পথ অনুসরণ করতে উৎসাহ পাবে।

*** বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত ধারণা (Concept on University) :**

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। এইজন্য

তিনি বলেছেন, 'A university is not a mere information shop-it is a place where a man's intellect, will and emotions are disciplined' তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের সনাতন সংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষণের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়, 'Universities are expected to prepare young men and women will not only information, knowledge and skill but also spirit of dedication and detachment, ...Universities are not mere places of learning. They are homes of culture'।

*** নারী শিক্ষা (Women Education) ঃ**

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের সমান গুরুত্ব ও প্রাধান্য পাওয়া উচিত বলে তিনি বলে মনে করতেন, ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরও সার্বিক বিকাশসাধনে সমান ভূমিকা রয়েছে। কারণ ছেলে ও মেয়ে উভয়েই জৈবিক সত্ত্বা। শারীরিক গঠনগত কিছু সুযোগ সুবিধা ছেলেরা পেয়ে থাকে যা তাদের মেয়েদের থেকে পৃথক করে রেখেছে। কিন্তু বাস্তবে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মেয়েরা যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজজীবনের উন্নতিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

*** মন্তব্য (Comment) ঃ**

রাধাকৃষ্ণাণ বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখে শিক্ষাক্ষেত্রে তার নিজস্ব চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে তাঁর শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমরা জানতে পারি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯) এর রিপোর্ট থেকে। এই প্রতিবেদন শিক্ষার ইতিহাসে আজও একটি অনন্য দলিল হিসাবে চিহ্নিত। তাছাড়া শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামত সঠিকভাবে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিকাশে সাহায্য করেছে, তা এককথায় অনস্বীকার্য।